তারিখ : 12 APR 2017
পৃষ্ঠা ২.৩ ... কলাম ২ ...

দৈনিক
ইত্তেফাক

মির্জাপুরে ১০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অডিটের নামে উৎকোচ দাবি!

বিপাকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ

■ মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) সংবাদদাতা

টাঙ্গাইলের মির্জাপুর উপজেলায় ১০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অডিটের নামে শিক্ষকদের জিম্মি করে লাখ লাখ টাকা উৎকোচ বাণিজ্যের অভিযোগ উঠেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়োজিত দুই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে। বিভিন্ন অযুহাতে এই দুই শিক্ষা কর্মকর্তা শিক্ষকদের জিম্মি করে এই উৎকোচ দাবি করায় বিপাকে পড়েছে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস সূত্র জানায়, গত ২৯ মার্চ ঢাকা পরিদর্শন ও নিরীক্ষণ অধিদপ্তর (মন্ত্রণালয়ের) পরিচালক প্রফেসর আহম্মেদ সাজ্জাত রশিদ স্বাক্ষরিত স্মারকে বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা মুহাম্মদ মনিরুল আলম ও মোস্তাফিজুর রহমানকে উপজেলার ১০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় অডিটের জন্য নিয়োগ প্রদান করা হয়। বিধিমোতাবেক উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস থেকে ঐ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অডিট করার কথা থাকলেও তারা বাঁশতৈল এলাকায় পেকুয়া বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার বিলাসবহুল একটি রিসোর্ট ভাড়া নিয়ে অডিট কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এই রিসোর্ট সেন্টার থেকে ওই দুই কর্মকর্তা ১০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষের নিকট অডিটের নামে মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে ওয়ার্শি পাইকপাড়া এম ইয়াসিন এন্ড ইউনুছ খান উচ্চ বিদ্যালয়, আদাবাড়ি গহের আলী উচ্চ বিদ্যালয়, মহেড়া আনন্দ উচ্চ বিদ্যালয়, মৈশামুড়া বিকে উচ্চ বিদ্যালয়, কুড়িপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়, ছিটমামুদপুর উচ্চ বিদ্যালয়, দরানীপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়, বালিয়াজান উচ্চ বিদ্যালয়, বংশীনগর সূর্য তরুণ উচ্চ বিদ্যালয় ও লতিফপুর উচ্চ বিদ্যালয়।

সরেজমিনে গেলে নাম প্রকাশ না করার শর্তে শিক্ষকরা অভিযোগ করেন, অডিটের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত দুই কর্মকর্তা বিভিন্ন অযুহাতে তাদের কাছে মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করেন। তাদের দাবিকৃত টাকা না দেওয়া হলে অডিট ফাইল আটকিয়ে দেওয়া হবে বলে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। তাই অনেকে বাধ্য হয়ে তাদের দাবিকৃত উৎকোচ দিয়েছেন। যারা দিতে পারেনি তাদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে।

এ ব্যাপারে অডিটে আসা দুই শিক্ষা কর্মকর্তা মুহাম্মদ মনিরুল ইসলাম ও মোস্তাফিজুর রহমানের সঙ্গে মোবাইল ফোনে(০১৯৭১-০০১৯১৯) যোগাযোগ করা হলে তারা কথা না বলে বার বার ফোন কেটে দেন। ফলে তাদের সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হয়নি।

কার্যার্থে/অবগত্যর্থে